বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

স্মারক নং: ৫৭.১৭.০০০০.২০৩.৩২.০০১.১৪-১৩০ তারিখ: ১৩-১২-২০২০খ্রি.

বিষয়: জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি নীতিমালা।

"১০০ টি উপজেলায় ০১ টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণি ভর্তি নীতিমালা ও ভর্তি তথ্য বিবরণী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ৬ষ্ঠ শ্রেণি ভর্তি নীতিমালা ও ভর্তি তথ্য বিবরণী।

১৩/১২/২০২০

(ড. মোঃ মোরাদ হোসেন মোল্যা)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

অধ্যক্ষ
নব নির্মিত ২৫ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ।

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০৩.৩২.০০১.১৪-১৩০(১১) তারিখ: ১৩-১২-২০২০খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি অনুবিভাগ-১/কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪. প্রকল্প পরিচালক, "১০০ টি উপজেলায় ০১ টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. যুগ্ম-সচিব (কারিগরি-৩), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (সংযুক্তিসহ পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৯. সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।
১০. সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।
১১. নথি।

১৩/১২/২০২০

(প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।
Web Site: www.bteb.gov.bd

জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের
৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি তথ্যবিবরণী-২০২১

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে "১০০টি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন স্থাপিত ২৫ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নীতিমালা:

১. ভূমিকা:

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি একটি কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবে। যারা এই শ্রেণির পর পড়ালেখা অব্যাহত রাখবে না, তাদের ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি বাকাশিবো-এর অনুমোদিত ও জাতীয় দক্ষতামান (বেসিক/এনটিভিকিউএফ) এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট পেশার জন্য দক্ষতা সনদ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। পাশাপাশি যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাইবে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প ২০১৪ সাল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ২৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ হতে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৫০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে ও অবশিষ্ট ২৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় অন্যান্য টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং ইনস্টিটিউটে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের এ শিক্ষাক্রম 'জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম ২০১৮' নামে ২০১৮ সালে প্রবর্তন করা হয়। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ হতে এই কারিকুলাম কার্যকর হবে বিধায় তা পর্যালোচনা করে ২০২০ সালে 'জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম ২০২০' নামে পরিমার্জন করা হয়।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুসারে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বয় করে জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নিম্নরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয়-

লক্ষ্য:

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক, একুশ শতকের উপযোগী মান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করে পরবর্তী স্তরের কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।

উদ্দেশ্য:

২.১ শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা;

২.২ শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা;

২.৩ খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবনদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা;

২.৪ জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা;

২.৫ দক্ষ জনশক্তি যোগান দেয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বি ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করা;

২.৬ চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা লাভ করা;

২.৭ আরো বেশি নমনীয় এবং দায়িত্বশীল সেবাদান কৌশল প্রতিষ্ঠা করা, যা শ্রম বাজার, ব্যক্তি এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

৩. ভর্তির নিয়মাবলী:

৩.১ কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়/মাদরাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী/ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য যোগ্য হবে;

৩.২ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ১১+ হতে হবে:

৪. শিক্ষাবর্ষ: শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৫. ভর্তি কমিটি:

৬ষ্ঠ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম ০৫ (পাঁচ) সদস্যের কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। (১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে)-সভাপতি, (২) অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-সহ-সভাপতি, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-সদস্য, (৪) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার-সদস্য এবং (৫) অধ্যক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি (১ জন)-সদস্য সচিব।

৬. ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি:

৬.১ কোভিড ১৯ এর কারণে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম লটারির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষামান তালিকাও প্রস্তুত রাখিতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষামান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬.২ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েব সাইটে ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

৭. ভর্তির আবেদন ফরম:

৭.১ ভর্তির আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিসে পাওয়া যাবে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করা যাবে;

৭.২ ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ০৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে;

৭.৩ আবেদন ফরমে নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঁঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে;

৭.৪ আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশে রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি:

৮.১ ভর্তির আবেদন ফরম জমা নেয়ার সময় ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করা যাবে;

৮.২ দরিদ্র, মেধাবী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৩ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্ব সাকুল্যে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকার বেশি হবে না।

৯. সংরক্ষিত কোটা:

৯.১ বীর মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের নূন্যতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির জন্য শূন্য আসনের ৫% কোটা সংরক্ষিত থাকবে;

৯.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

১০. আসন সংখ্যা: প্রতি ব্যাচে আসন ৬০ (ষাট) এবং মোট ১২০ (এক শত বিশ) হবে।

১১. ভর্তি সংক্রান্ত সময়সূচি:

কার্যক্রম	(প্রথম ব্যাচ ও দ্বিতীয় ব্যাচ)
আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৫/১২/২০২০ খ্রি. হতে ১৬/০১/২০২১ খ্রি.পর্যন্ত
	(সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটি ব্যতিত)
লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ	১৭/০১/২০২১ খ্রি.
শিক্ষার্থী ভর্তি	১৮/০১/২০২১ খ্রি. হতে ২৫/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত
ক্লাস আরম্ভের তারিখ	১৮/০১/২০২১ খ্রি.

* শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি/বেসরকারি ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১২. "১০০টি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর তালিকা নিম্নরূপ:

১. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ধামরাই, ঢাকা।
২. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
৩. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।
৪. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
৫. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
৬. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট।
৭. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর।
৮. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ডিমলা, নীলফামারী।
৯. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
১০. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।
১১. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চারঘাট, রাজশাহী।
১২. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাচোল, চাপাঁইনবাবগঞ্জ।
১৩. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
১৪. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মুজিবনগর, মেহেরপুর।
১৫. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সাথিয়া, পাবনা।
১৬. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চাটখিল, নোয়াখালী।
১৭. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সীতাকুন্ডু, জেলা: চট্টগ্রাম।
১৮. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৯. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাউজান, চট্টগ্রাম।
২০. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
২১. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।
২২. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গুরুদাসপুর, নাটোর।
২৩. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর।
২৪. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
২৫. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সাপাহার, নওগাঁ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

ক্রমিক নং .....
তারিখ: .....

প্রথম ব্যাচ/দ্বিতীয় ব্যাচ

পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি (আঠা দিয়ে লাগাতে হবে)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
২০২১ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র
(স্কুল/মাদ্রাসার সনদ অনুসারে স্বহস্তে পূরণ করতে হবে)

১. প্রার্থীর পূর্ণনাম: (স্পষ্টাক্ষরে)
বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

২. পিতার নাম :
বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

৩. মাতার নাম :
বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

৪. মোবাইল নম্বর:

৫. অভিভাবকের নাম: (পিতা-মাতার অবর্তমানে) .....

৬. বর্তমান ঠিকানা : .....

৭. স্থায়ী ঠিকানা : .....

৮. জাতীয়তা: ..... জন্ম তারিখ: (সনদপত্র অনুসারে)

দিন		মাস		বছর			

৯. ধর্ম: .....

১০. যে স্কুল/মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পাস করেছে তার নাম ও ঠিকানা: .....

১১. টাকা প্রদানের রশিদ নং:..... তারিখ:.....

১২. সংযোজন যোগ্য: ক. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্রের সত্যায়িত/অনলাইন নম্বরপত্রের কপি।
খ. পাসপোর্ট আকারের দুই কপি সত্যায়িত ছবি।
গ. ফরম জমা বাবদ টাকা প্রদানের প্রাপ্ত মূল্য রশিদ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

অব্যাহত-২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি
২০২১ শিক্ষাবর্ষ

প্রথম ব্যাচ/দ্বিতীয় ব্যাচ

প্রবেশপত্র

পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি (আঠা দিয়ে লাগাতে হবে)

প্রার্থীর নাম: .....
পিতার নাম: .....
মাতার নাম: .....
আবেদন পত্রের ক্রমিক নং: ..... তারিখ: .....

১২. আবেদনকারীর অঙ্গীকারনামা :

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে ভর্তি হবার সুযোগ পেলে আমি অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় আইনকানুন মেনে চলব এবং কোন অবস্থাতেই অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং দেশের আইনের পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হব না।

.... পিতা/মাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

.... আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

______________________ একাডেমিক ইন চার্জ

______________________ অধ্যক্ষ